নালসা

(প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আইন সেবা) প্রকল্প, ২০১৬

জাতীয় আইন সেবা কর্তৃপক্ষ

Scanned by CamScanner

নালসা (প্রবীণ-নাগরিকদের জন্য আইনী পরিষেবা) প্রকল্প ২০১৬

১. **প্রেক্ষাপট :**

১.১ প্রবীণ নাগরিকরা নিজেরাই একটা শ্রেণীভুক্ত হয়ে গেছেন। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হিসাবে ৬০ এবং তদুর্দ্ধ ব্যক্তিদের সিনিয়র সিটিজেন বা প্রবীণ নাগরিক বলা হয়ে থাকে। তাঁরা অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে পরিচিত। তথাপি তারা অনেকক্ষেত্রেই প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে এবং সমাজের যুব সম্প্রদায় অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সমাজের বোঝা হিসাবে মনে করে থাকে। প্রবীণ নাগরিকগণ সবাই কিন্তু একই দলভুক্ত নন। তাদের মধ্যেই বয়েসের ফারাকে মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যে, কাজ করার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পৃথকীকরণ রয়েছে।

১.২ সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের গড় আয়ু অনেকটাই বেড়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য জাতীয় নীতি, ২০১১ যে তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে দেখা যায় "জনসংখ্যার রেখা চিত্র অনুযায়ী ২০০০-২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ৫৫ শতাংশ, ৬০ এবং তদুর্দ্ধ বয়সের জনসংখ্যা বাড়বে ঐসব সময়ের মধ্যে ৩২৬ শতাংশ, এবং সবচেয়ে দ্রুত বাড়বে ৮০ বছর এবং তদুর্দ্ধ জনসংখ্যার, ৭০০ শতাংশ।" পৃথিবীর প্রবীণ নাগরিকদের জনসংখ্যার এক অষ্টমাংশ বাস করে ভারতে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫১ সালে দেশে প্রবীণ নাগরিকের জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি, সেখানে ২০০১ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.২ কোটি এবং ২০১১ তে ১৩.৩৮ কোটিতে। এতে দেখা গেছে জনসংখ্যার ৮ শতাংশই ৬০ বছরের বেশি বয়সের। ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সের প্রবীণ সবচেয়ে বেশি রয়েছে কেরালাতে। তাঁরা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ১২.৫৫ শতাংশ। ২০১১ এর আদমসুমারি অনুযায়ী ৬০ এবং তার বেশি বয়সের জনসংখ্যার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। এই বয়সের প্রবীণদের মধ্যে পুরুষ যেখানে ৫,১০,৭১,৮৭২ সেখানে মহিলাদের সংখ্যা ৫,২৭,৭৭,১৬৮ জন।

১.৩ প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক, শারীরিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক সহ অসংখ্য বিচিত্র ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। অর্থনৈতিক সমস্যাটা তৈরি হয় মূলত কাজ হারানোর ফলে আয় কমে যাওয়া এবং ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হবার ফলে। শারীরিক

Scanned by CamScanner

সমস্যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা সমস্যা। সামাজিক সমস্যা মূলত পারিবারিক অবহেলা এবং সামাজিক বোঝাপড়ার অভাব। প্রবীণ লোকদের নিরাপত্তা হচ্ছে আরেকটি বড় সমস্যা। এই সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রবীণদের নিজেদেরই সমস্যার মুখোমুখি ও সমাধান করতে হবে। পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যরা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে চলে আসছে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলের মহিলা ও বৃদ্ধদের অনেক বৃহত্তর সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

১.৪ শারীরিক নিগ্রহ, মানসিক ক্ষতি সাধনের মতো অনেক রকম অপমান প্রবীণদের সইতে হয়। তার অনেক প্রমাণও রয়েছে। প্রবীণ জনসংখ্যার অনেকেরই অসম্মান, অবহেলা ছাড়াও আরো অনেকভাবে অপমানিত হতে হয়। National Crime records bureae (NCR)'র তথ্য অনুযায়ী ২০১৪'র জানুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে প্রবীণদের উপর অপরাধমূলক ৮৯৭৩ টি ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এজন্যই প্রতিটি সমাজ এবং রাজ্য প্রবীণ নাগরিকদের জন্য কিছু বিশেষ অধিকারের কথা বলেছে।

১.৫ প্রবীণদের সমস্যার বিষয়টি ১৯৪৮ সাল থেকে সময় সময়ে রাষ্ট্রসংঘে উত্থাপিত হয়েছে। এই সমস্যা নিয়ে ১৯৮২ সালে ভিয়েনাতে একটি বিশ্ব সম্মেলন হয়। এতে প্রবীণদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা রচিত হয়। এই কর্মপরিকল্পনার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে প্রতি রাষ্ট্র তাদের প্রবীণ নাগরিকদের সমস্যার কার্যকর ভাবে মোকাবেলা তাদের বিশেষ সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রবীণ নাগরিকদের স্বাধীনতা, অংশীদারিত্ব সেবা, আত্মনির্ভরতা এবং মর্যাদার কথা মাথায় রেখে ১৯৯১ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করে। ১লা অক্টোবর দিনটিতে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

২. সাংবিধানিক নিশ্চয়তা :

ভারতের সংবিধানের ২১নং ধারায় জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারকে সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকারের কথাও এই ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার কথাটাও এতে বলা হয়েছে। সংবিধানের ৪১নং ধারায় বলা হয়েছে রাজ্য তার অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে এবং তার উন্নয়নের কাজে কাজের

Scanned by CamScanner

অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বেকারদের জন্য জন সহায়তা বার্ধক্য, অসুস্থতা, অসামর্থ্যতা এবং অন্যান্য অনাকাঙ্খিত বিষয় সমূহের মোকাবেলায় কার্যকর উদ্যোগ নেবে। সংবিধানের ৪৬নং ধারায় কিছু ইতিবাচক বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সমাজের দূর্বলতর অংশের জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থে বিশেষ যত্ন নিতে হবে এবং তাদের সামাজিক অন্যায় এবং শোষণের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। ধারা ৪১ এবং ৪৬ কে সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যা কোন আদালতেই প্রয়োগ হবে না। শুধু তাই নয় কোন রকম রাজ্যের উপর কোন রকম ইতিবাচক বাধ্যবাধকতাও প্রয়োগ করবে না। দেশের পরিচালনায় এটা মৌলিকতা বজায় রাখবে।

২.২ এন্ট্রি ৯ রাজ্য তালিকাভূক্ত এবং এন্ট্রি ২০, ২৩, ২৪ সংবিধানের সপ্তম তপশীলের যুগ্ম তালিকাভূক্ত। এই এন্ট্রিগুলো বার্ধক্যভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক বীমা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত। যুগ্ম তালিকার ২৪নং এন্ট্রি সুনির্দিষ্টভাবে শ্রমিক কল্যাণ, কাজের পরিস্থিতি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, কর্মচারীর ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা, বার্ধক্যভাতা, প্রসূতিকালীন সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত বিষয় সমুহ নিয়ে কাজ করবে। এভাবেই প্রবীণদের জন্য সংবিধানের বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখ রয়েছে।

৩. পরিষদীয় কাঠামো :

৩.১ অধিকাংশ পরিষদীয় আইনমূলত অভিভাবকদের ভরণপোষণ সংক্রান্ত বিষয়। সুনির্দিষ্টভাবে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নয়। হিন্দু আইনে যেসব মা-বাবা নিজেরা অক্ষম তাদের দেখা শোনার দায়িত্ব ছেলেদের উপর দেওয়া আছে। এটা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। Hindu Adoption & Maintenance Act, 1956 অনুযায়ী বৃদ্ধ, অশক্ত অভিভাবকগণ যারা নিজেরা তাদের আয় বা সম্পত্তি থেকে নিজেদের জীবনযাপনে অক্ষম তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আইন বলেই ছেলেমেয়েদের উপর বর্তায়। এটা অভিভাবকদের অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। Muslim Personal Law অনুযায়ী খুব স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবকরা যদি নিজেরাই কর্মক্ষম হয় তথাপি, তাদের দেখাশুনার দায়িত্ব সন্তানদের উপরই বর্তায়। কোন ব্যক্তির পিতামহ পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী যদি গরিব দুঃস্থ হয় তাদেরও দেখাশুনার দায়িত্ব নিতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে তার নিজের দরিদ্র পিতারও দেখাশুনা করতে বাধ্য থাকবে সে।

Scanned by CamScanner

৩.২ Section 125 to 128, Code of Criminal Procedure, 1973 অনুযায়ী কোন মা-বাবা যদি নিজেরা নিজেদের ভরণপোষণে অক্ষম হয় এবং সন্তান যদি তাদের দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করে বা কোনরকম অবহেলা করে তাহলে মা/বাবা তাদের ভরণপোষণের দাবি করতে পারে। এটা একটা ধর্ম নিরপেক্ষ আইন এবং সব ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি এধরনের কোন নির্দেশ দেওয়া হয় এবং যথেষ্ট কারণ ছাড়াই সে ভরণপোষণের অর্থ দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হতে পারে এবং আদালত তাকে দণ্ড হিসাবে ফাইন করতে পারে। শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে কারাবাসের আদেশ দিতে পারে। অনুরূপভাবে মা ও পুত্রের বিরুদ্ধে Protcetion of women from domestic violence Act, 2005 অনুযায়ী মামলা করতে পারেন যদি তিনি গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হন এবং আইন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন।

৩.৩ প্রবীণ নাগরিকদের অধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এ সংক্রান্ত সাংবিধানিক লক্ষ্যকে বিবেচনায় রেখে অভিভাবক ও প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণ এবং ভরণপোষণে ২০০৭-এ Maintenance and Welfare of Parents & Senior Citizen নামক একটি আইন প্রণীত হয়। এই আইনে ক) অভিভাবক অর্থাৎ পিতা অথবা মাতা সন্তানের নিজের অথবা পালিত বা দ্বিতীয় পক্ষের বাবা অথবা মা যেই হোন না কেন, খ) ৬০ বা তদুর্দ্ধ প্রবীণ নাগরিক ভরণপোষণের আবেদন করতে পারেন। তারাও ভরণপোষণের আবেদন করতে পারেন। যারা ক) পিতামাতা, পিতামহ, পিতামহী তাদের এক বা একাধিক সন্তান, নাতি-নাতনি যদি শিশু না হয়ে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও সন্তানহীন প্রবীণ নাগরিকগণও প্রয়োজনে তাদের আত্মীয়স্বজন, তাদের সম্পত্তির আইনগত উত্তরাধিকাদের বিরুদ্ধেও ভরণপোষণের আবেদন করতে পারেন। এই আইন প্রতিটি মহকুমায় এক বা একাধিক ট্রাইবুনাল স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে ভরণপোষণের মামলাগুলোর শুনানি এবং নিষ্পত্তির জন্য এবং জেলা পর্যায়ের এপিলেট ট্রাইবুনাল যেখানে ট্রাইবুনালের আদেশগুলোর বিরুদ্ধে আবেদনের শুনানি হবে। এখানে উল্লেখ্য, আইন অনুযায়ী অভিভাবক বা প্রবীণ নাগরিক যদি তার সম্পত্তি কাউকে দান করে তাহলে গ্রহীতা দাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে বাধ্য থাকবে। এটা গ্রহীতা অমান্য করলে ট্রাইব্যুনাল দান করা সম্পত্তি বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারে।

Scanned by CamScanner

৩.৪ এই আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কোন ব্যক্তি কোন প্রবীণ নাগরিককে কোন রকম যত্ন এবং সুরক্ষা ছাড়া ফেলে রাখাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। এতে সর্বোচ্চ তিনমাসের কারাদণ্ড বা ৫০০০ টাকা জরিমানা অথবা দুটোই। প্রবীণ নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা এবং ফিরে আসতে না পারে এমন স্থানে ফেলে আসা থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনী সংস্থান।

এই আইন বলে :

যেসব প্রবীণ নাগরিকদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা নেই তাদের জন্য বৃদ্ধাবাস গড়ে তোলা,

কোন সরকারি হাসপাতাল বা পুরো অথবা আংশিক সরকারি অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হাসপাতালে যাতে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় শয্যার ব্যবস্থা থাকে, হাসপাতালে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পৃথক লাইনের ব্যবস্থা থাকে, জটিল বা বয়সোচিত রোগের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে তা রাজ্য সরকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

৪. প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সরকারি প্রকল্প সমূহ :

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্নমন্ত্রক থেকে প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের বিশেষত বয়স্কা মহিলাদের জন্য প্রবীণ গৃহ। বাড়িতে বয়স্কার পরিচর্যা, প্রবীণদের জন্য গৃহ, অর্থকরী নিরাপত্তা, বাড়িতে এসে পরিষেবা দেওয়া, বার্ধক্য ভাতা, স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প, ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে জাতীয় নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে করে প্রবীণ নাগরিকগণ মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করতে পারেন। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে :

১। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নিবীড় কর্মসূচী নেওয়া। এর মধ্যে থাকবে বৃদ্ধাবাস, ডে-কেয়ার সেন্টার, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অ-প্রাতিষ্ঠানিক পরিষেবা। এজন্য সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহকে ৯০ শতাংশ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

২। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আয়করে ছাড়, আয়কর আইনের ৮০ ডি ধারায় ৩০,০০০ টাকা

Scanned by CamScanner

পর্যন্ত চিকিৎসাবীমার প্রিমিয়ামে ছাড়, কিছু নির্দিষ্ট অসুখের চিকিৎসায় ৮০ ডি ধারায় ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত ছাড়, আয়কর জমা দেবার সময় প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পৃথক কাউন্টার এবং তাৎক্ষণিক কর পরিমাপ করে দেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

৩. পোস্ট অফিসে ৬০ বছর এবং তদুর্দ্ধ প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সেভিংস স্কীম চালু হয়েছে যেখানে ১০০০ টাকা এবং তার গুণিতকে টাকা জমা রাখা যাবে ৫ বছরের জন্য এবং তা পরবর্তী আরো তিন বছর বাড়ানো যাবে। সুদ পাওয়া যাবে বাৎসরিক ৯ শতাংশ হারে। প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে যারা ৬৫ বছর এবং তার বেশি বয়সের রয়েছেন তাদের জন্য সুদের হার আরো বেশি।

৪. ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য পেনশন প্রকল্পে ৬০ বছর বয়স্কদের জন্য এবং তার উপরের জন্য প্রতিমাসে কেন্দ্রীয় সহায়তা মাসিক ২০০ টাকা এবং ৮০ বছর বয়স্ক এবং তার উপরের প্রবীণদের জন্য ৫০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হচ্ছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদেরই এই পেনশন দেওয়া হবে। আশা করা যাচ্ছে রাজ্য সরকারগুলোও সমপরিমাণে পেনশন মঞ্জুর করবে।

৫. অর্ন্তদেশীয় বিমান পরিষেবা ইকনোমি ক্লাশে বেসিক ফেয়ারে ছাড় এবং বিমানে ওঠার ক্ষেত্রে প্রবীণদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৬. রেল ভ্রমণের ক্ষেত্রে সব শ্রেণীতেই প্রবীণদের জন্য ভাড়ায় ছাড় রয়েছে। আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রবীণদের নিচের বার্থে বুকিং এ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। টিকিট কাটা, বাতিল করার ক্ষেত্রে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পৃথক কাউন্টার, হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৭. বাসে চলাচলের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে দুটো সিট প্রবীণদের জন্য সংরক্ষিত থাকে সব রাজ্য অধিগৃহীত পরিবহন সংস্থার বাসে। ভাড়াতেও ছাড় থাকে।

৮. হাসপাতালে রেজিস্ট্রেশন, ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষায়, প্রবীণ রোগীদের জন্য পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থা রয়েছে। কিডনির সমস্যা, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, চোখের সমস্যার চিকিৎসায় প্রবীণদের জন্য ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

৯. অন্ত্যোদয় প্রকল্পে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবার সমূহ যেখানে প্রবীণরাও রয়েছেন

Scanned by CamScanner

তাদের জন্য প্রতি মাসে ভর্তুকি মূল্যে প্রতিমাসে ৩৫ কেজি চাল দেওয়া হয়। বিপিএল ক্যাটাগরিতে চিহ্নিতকরণের কাজে ৬০ বছরের বেশি প্রবীণদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

১০. যেসব প্রবীণ নাগরিক বার্ধক্যভাতা পেনশনের আওতায় পড়েননি তাদের রাজ্য সরকার অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পে প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে প্রতিমাসে ১০ কেজি করে খাদ্য শস্য বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।

১১. নায্যমূল্যের দোকানে রেশনকার্ডের মাধ্যমে রেশন সামগ্রী দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রবীণ নাগরিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

১২. টেলিফোন সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রবীণ নাগরিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হলে সমাধানে প্রবীণদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

৪.২ আদালতে প্রবীণ নাগরিকদের কোন মামলা থাকলে তার মীমাংসায় অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০৫ অনুযায়ী কোন প্রবীণ নাগরিক দ্বিতীয় আবেদন করলে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪.৩ বিভিন্ন রাজ্যগুলোতেও প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে তাদের নিজস্ব বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছে। বিশেষভাবে দেখা হচ্ছে প্রবীণ নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি।

৪.৪ প্রবীণ নাগরিকদের অনেক আইনী বিধান এবং বিভিন্ন কর্মসূচী থাকা সত্ত্বেও খুব কম সংখ্যক প্রবীণ নাগরিকই তার সুফল পাচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় অথবা এমনই দুঃসহ অবস্থায় তারা রয়েছেন যে তা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা শুধু সম্পত্তি থেকেই বঞ্চিত হন না, অত্যন্ত অপমানজনকভাবে তাদের মর্যাদা হানিও করা হয়। যেসব বিধবা প্রবীণা বা প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী তাদের পক্ষে পেনশন তোলা বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা এক দুঃসাধ্য কাজ। আইন এবং বিভিন্ন প্রকল্প প্রবীণ নাগরিকদের জন্য রয়েছে। কিন্তু তা ভোগ করা হয়তো তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এখানেই নালসা উপলব্ধি করে যে আইনী সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো এসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যাতে করে প্রবীণ নাগরিকগণ তাদের আইনী অধিকার এবং সুযোগ সুবিধাগুলো সহজেই পেতে পারে।

Scanned by CamScanner

৪.৫ আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭'র মুখবন্ধে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর লোকেদের জন্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষগুলো কাজ করবে। অর্থনৈতিক বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে যাতে তাদের বিচার পাবার অধিকার প্রত্যাখাত না হয় তা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সুনিশ্চিত করবে। আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭'র ৪(বি) ধারা অনুযায়ী আইনী পরিষেবা যাতে স্বল্প ব্যয়ে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে লভ্য হয় তা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ করতে বাধ্য থাকবে। আইনের ৪(১) ধারায় বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ জনগণের মধ্যে বিশেষত সমাজের দূর্বলতার শ্রেণীর জনগণের মধ্যে আইনী শিক্ষা এবং সচেতনতা বাড়াতে ব্যাপক উদ্যোগ নেবে যাতে করে তারা তাদের অধিকার, সামাজিক আইন সমূহ, তাদের প্রাপ্য অধিকার সমূহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে। অনুরূপভাবে আইনের ৭(সি) ধারা অনুযায়ী রাজ্য কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইনী সহায়তার কর্মসূচী নেবে। এভাবেই আইন সব আইন কর্তৃপক্ষকে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তুলতে, সমাজের দুর্বলতর অংশের জনগণকে তাদের প্রাপ্য অধিকার পেতে আইনী সহায়তা দেবার দায়িত্ব দিয়েছে।

৫. প্রকল্পের নামাকরণ :

৫.১ প্রকল্পটি NALSA (Legal Services to Senior Citizens) scheme ২০১৬ নামে পরিচিত হবে। এই প্রকল্পে ৬০ বছর বা তদুর্দ্ধ ব্যক্তিদের প্রবীণ নাগরিক বলা হবে।

৫.২ প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স, আইনসেবা ক্লিনিক, ফ্রন্ট অফিস, তালিকাভূক্ত আইনজীবী, রিটেইনার ল'ইয়ার। শব্দগুলোর অর্থ আগে যেভাবে National legal Services Authority (Free & compitent Legal Services) Regulations, 2010, National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011 এবং NALSA Scheme for para legal volunteers (Revised) -এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাই থাকবে।

৬. প্রকল্পের লক্ষ্য :

প্রকল্পের মূল্য লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১। প্রবীণ নাগরিকদের প্রাপ্য প্রাথমিক অধিকার এবং সুবিধাগুলোকে চিহ্নিত করা।

Scanned by CamScanner

২। আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭'র ১২ ধারা অনুযায়ী যেসব আইন পরিষেবা এবং সুযোগ সুবিধা প্রবীণ নাগরিকদের পাবার কথা সেই কাজকে জাতীয় রাজ্য জেলা এবং তালুকা পর্যায়ে শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে।

৩। প্রবীণ নাগরিকদের প্রাপ্য বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মসূচী সমূহ যাতে তারা সহজে পেতে পারে তা সুনিশ্চিত করা।

৪। Maintenance & Welfare & Parents & Senior Citizens Act, 2007 অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল, এপিলেট ট্রাইব্যুনাল, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বৃদ্ধাবাস স্থাপন সুনিশ্চিত করতে হবে।

৫। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন আইন, বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচী যা তাদের প্রাপ্য অধিকারে পড়ে সেগুলো সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে হবে। জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ, তালুকা আইনসেবা কমিটি, তালিকাভূক্ত আইনজীবীগণ, প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স, ছাত্র এবং আইনসেবা ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে এই সচেতনতা কর্মসূচীগুলো রূপায়ণ করতে হবে।

৬। সমস্ত স্তরের আইনী সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ যেমন তালিকাভূক্ত আইনজীবী, প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স, আইনসেবা ক্লিনিকের স্বেচ্ছাসেবকগণ, সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকগণ, পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহের এসব ক্ষেত্রে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, সংবেদনশীলতা বাড়াতে আলোচনাসভা ইত্যাদি সংগঠিত করতে হবে এবং

৭। বিভিন্ন প্রকল্প, সংশ্লিষ্ট আইনগুলো নিয়মিতভাবে গবেষণা, আলোচনা চালানো প্রয়োজন। এর ফলে রচিত প্রকল্প এবং প্রয়োগের মধ্যে কোন ফারাক থাকলে এবং বিশেষ কোন প্রয়োজনে তা মেটাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করা যেতে পারে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্যটাই হচ্ছে প্রবীণ নাগরিকগণ যাতে মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করতে পারেন এবং তাদের প্রাপ্য সুযোগসুবিধাগুলো ভোগ করতে পারেন।

৭. কর্মপরিকল্পনা :

৭.১ ট্রাইব্যুনাল, এপিলেট ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি স্থাপন :

প্রবীণ নাগরিকগণ যাতে তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে তার পূর্বতম শর্ত হিসাবে আইনী

Scanned by CamScanner

বিধান অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপন করতে হবে।

ক) Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 এর ৭ ধারা অনুযায়ী ভরণপোষণের আবেদনের উপর শুনানি এবং চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রতিটি মহকুমায় এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করতে হবে। আইনের ১৫নং ধারা অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালের রায়ের উপর শুনানি এবং আদেশের উপর রায় দানের জন্য জেলাস্তরে এপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। আইনী ক্ষমতাবলে রাজ্য এবং জেলা আইন কর্তৃপক্ষ জরুরিভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল এবং এপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করবে।

খ) Maintenance & Welfare of parents and senior Citizens Act, 2007 এর ১৯নং ধারা অনুযায়ী দুঃস্থ এবং অসমর্থ প্রবীণ নাগরিক যারা নিজেরা নিজেদের ভরণপোষনে সক্ষম নয় তাদের জন্য বৃদ্ধাবাস স্থাপন করতে হবে। রাজ্য ও জেলাআইনসেবা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৃদ্ধাবাস স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করবে। বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্য এবং জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষগুলোও বৃদ্ধাবাস স্থাপনের চেষ্টা করবে।

গ) বৃদ্ধাবাসগুলোতে আবাসিক প্রবীণ নাগরিকগণ যাতে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা পায় এবং মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করতে পারে তার জন্য রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধাবাসগুলো পরিদর্শন করবে।

৭.২ আইনসেবা ক্লিনিক :

ক) Maintenance and Welfare of Parents and senior Citizens Act, 2007 অনুযায়ী রাজ্য আইনসেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিটি ট্রাইব্যুনাল এবং এপিলেট ট্রাইব্যুনালে আইনসেবা ক্লিনিক চালু করবে। বৃদ্ধাবাসগুলোতেও এই ক্লিনিক চালু করবে।

খ) ট্রাইব্যুনালে আইনজীবীদের উপস্থিত থাকার জন্য বর্তমানে তাদের বার রয়েছে। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের আইনসেবা ক্লিনিকগুলোতে যাতে প্রশিক্ষিত প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স থাকে

Scanned by CamScanner

এবং তারা যাতে প্রবীণ নাগরিকদের আবেদনপত্র লিখতে এবং তা ট্রাইব্যুনালে জমা দিতে যেসব পদ্ধতি রয়েছে তাতে সর্বতোভাবে সাহায্য করে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

গ) আইনসেবা ক্লিনিক খোলার বিষয়টি সব সরকারি প্রতিষ্ঠান, পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহকে জানাতে হবে।

ঘ) এই ক্লিনিকগুলোর সব কাজকর্ম, তাদের পরিকাঠামো, স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ ইত্যাদি সব কাজই National Legal Service Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011 অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

ঙ) রাজ্য এবং জেলা আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ঐসব ক্লিনিকগুলোতে যেতে, বৃদ্ধাবাসগুলোতে পরিদর্শন করতে সমাজের প্রবীণ নাগরিকদের আইনী পরিষেবা দিতে উৎসাহ যোগাতে পারে।

চ) বিধবা এবং পেনশনারদের পেনশন সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেতেও আইনসেবা ক্লিনিকগুলো সাহায্য করবে।

৭.৩ আইনী প্রতিনিধিত্ব :

ক) সব প্রবীণ নাগরিক যারা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭'র ১২নং ধারা অনুযায়ী আইনী সহায়তা পাবার অধিকারী তাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আইনী সহায়তা দিতে হবে।

খ) প্রবীণ নাগরিকগণ যাতে পরিষেবা পেতে পারে তার জন্য বাস্তব পরিকাঠামো থাকতে হবে। অন্যথায় বিচার পাবার অধিকারটাই অর্থহীন হয়ে যাবে তাদের কাছে। এজন্য ভবনের নিচতলাতেই আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর ফ্রন্ট অফিস খুলতে হবে।

গ) পদ্ধতিগত জটিলতায় প্রবীণ নাগরিকগণ যাতে কোনরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি না হয়, রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) এই প্রকল্পের স্বার্থে জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ এবং তালুকা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম

Scanned by CamScanner

তিনজন তালিকাভুক্ত আইনজীবীকে আইনসেবা আধিকারিক হিসাবে নিযুক্ত করবে।

ঙ) এই প্রকল্পের সুবিধার্থে জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষিত প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স নিয়োগ করবে যারা প্রবীণ নাগরিকদের সমস্যাগুলো মেটাতে পারবে। প্রচেষ্টা নিতে হবে যাতে পুরুষ, মহিলা নির্বিশেষে প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে থেকেই প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স নিয়োগ করা যায়।

চ) যেসব প্রবীণ নাগরিকগণ আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিষেবা নিতে সক্ষম হবে না। স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদের এবং আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবে। যেখানে পরিস্থিতির কারণে প্রবীণ নাগরিকগণ আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে যেতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তালিকাভূক্ত আইনজীবী এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ আইনসেবা কর্তৃপক্ষের পক্ষে তাদের কাছে পৌঁছবে।

ছ) প্রবীণ নাগরিকদের সমস্যাগুলো অনেকবেশি সহৃদয়তার সাথে মোকাবেলা করার জন্য রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ তালিকাভূক্ত আইনজীবীদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেবে। প্রবীণ নাগরিকদের যাতে সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিষেবা দেওয়া যায় তা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সুনিশ্চিত করবে।

৭.৪ প্রবীণ নাগরিকদের সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ :

ক) কোন বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে প্রবীণ নাগরিকদের মূল যে সমস্যাগুলো রয়েছে তা রাজ্য এবং জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে চিহ্নিত এবং সমাধানে উদ্যোগ নিতে হবে। কিছু কিছু সমস্যা থাকবে যেগুলো ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরেও একই। আবার কিছু সমস্যা কোথাও কিছু বিচিত্র সমস্যায় ভোগেন প্রবীণ নাগরিকগণ যার কারণ তারা নিজেরাই। যেমন সেসব ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা বাস্তুভিটে ছেড়ে শহরমুখী বা দেশান্তরী হয়ে যায়। কিছু এলাকায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাও দেখা যায়।

খ) আঞ্চলিকভাবে যেসব সমস্যাগুলো দেখা দেবে তার সমাধানে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সমন্বয়ে উদ্যোগ নেবে।

Scanned by CamScanner

গ) রাজ্য এবং জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ প্রবীণ নাগরিকদের স্ব-নির্ভরগোষ্ঠী গঠনে উৎসাহিত করবে। এতে তাদের অন্যের উপর নির্ভরতা যেমন কমবে তেমনি সামাজিক কাজেও তাদের ভূমিকা থাকবে।

৭.৫ ডাটাবেস :

ক) সব রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ প্রবীণ নাগরিকদের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সব প্রকল্প, নীতি নির্দেশিকার সব তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রবীণদের তাদের অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা বাড়াতে এসব তথ্যাদি নিয়ে পুস্তিকা প্রকাশ এবং প্রচার করবে।

খ) রাজ্য ও জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক ভাষায় তথ্য পুস্তিকা প্রকাশ করবে। পুস্তিকার ভাষা যেন অত্যন্ত সহজ এবং প্রাঞ্জল হয়।

১। ভরণপোষণ, উইল, সমাজকল্যাণ প্রকল্প সমূহের জন্য আইনীবিধান।

২। প্রতিকার সমূহের বিস্তারিত এবং

৩। যোগাযোগের জন্য সারা রাজ্যের হেল্প লাইন নম্বর গুলোর উল্লেখ। এই তথ্য পুস্তিকাগুলো সব প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে বিলি করতে হবে।

গ) জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ স্ব স্ব এলাকার হাসপাতাল, মেডিক্যাল সেন্টার এবং অন্যান্য যেসব সুযোগসুবিধা প্রবীণদের কাজে লাগতে পারে তার একটি তথ্যপঞ্জিও প্রস্তুত করবে।

ঘ) জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ যে তথ্যাদি সংগ্রহ করবে তা তালুকা লিগ্যাল সার্ভিস কমিটি, গ্রাম পঞ্চায়েত, আইনসেবা ক্লিনিক, স্বেচ্ছাসেবকদের দিতে হবে।

ঙ) রাজ্য এবং জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ এইসব সংগৃহীত তথ্য তাদের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করবে।

চ) জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ তাদের স্ব স্ব এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের তালিকা প্রস্তুত করবে যাতে প্রয়োজনে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সগণ তাদের সাহায্যে ছুটে যেতে পারে।

Scanned by CamScanner

প্রবীণ নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য এই ডাটাবেস আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহকেও দিতে হবে। এর ফলে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ও পুলিশ বিভাগের সহায়তায় দুর্গত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে।

৭.৬ বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ :

ক) প্রবীণ নাগরিক এবং সরকারি আধিকারিকদের সংশ্লিষ্ট সব প্রকল্প, কর্মসূচী, নীতিমালা সমূহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবে।

খ) বিভিন্ন বৃদ্ধাবাস, হাসপাতাল এবং অন্যান্য স্থান সমূহ যেখানে প্রবীণদের নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে সেখানে প্রকাশ্যে এসব তথ্যাদি ঝুলিয়ে রাখতে হবে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ একাজটি সুনিশ্চিত করবে।

গ) বিভিন্ন রাজ্যে প্রবীণ নাগরিকদের নামের তালিকা সংশ্লিষ্ট থানায় রেজিস্টারে লিখে রাখা হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহ এবং প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে। সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঘন ঘন পেট্রোলিং বা প্রতি সপ্তাহে বা পক্ষকালে একবার অন্ততঃ তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে যোগাযোগ রাখবে। প্রবীণ সহায়ক কাজের লোক রাখতে, তাদের ভাড়াটিয়া সম্পর্কে তথ্যাদি নিতে বা তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অন্যান্য সহায়তা দিতে রাজ্য বা জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স নিয়োগ করবে।

ঘ) প্রবীণদের জন্য কি কি ধরনের আইনী সহায়তা রয়েছে তাতে তাদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা, যা তারা পেতে পারে। এইসব প্রকল্পের সুযোগ নিতে গেলে যেসব কাগজপত্র প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে সাহায্য করা। প্রকল্পের সুবিধা পেতে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে যেতে হবে তার নাম ঠিকানা জানানো, প্রয়োজনে প্রবীণ নাগরিকদের এসব কাজে সহায়তা করার জন্য প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স নিয়োগ করা।

ঙ) রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ প্রবীণ নাগরিকদের জন্য যেসব প্রকল্প রয়েছে তা যাতে তাদের

Scanned by CamScanner

কাছে অনায়াসলব্ধ হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর, আধিকারিকদের সাথে একটা সুসমন্বয় গড়ে তুলবে।

৭.৭ **সচেতনতা :**

ক) সচেতনতা বাড়াতে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ বাৎসরিক কর্মসূচী গ্রহণ করবে এবং জনগণের মধ্যে প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি সহমর্মিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলবে।

খ) প্রবীণ নাগরিকদের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। তাদের সন্তান সন্ততিদের এটা বোঝাতে হবে যে বুড়ো বয়সে তাদের অসহায়ের মতো ফেলে রাখা উচিত নয়।

গ) প্রবীণ নাগরিকগণ যাতে মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করতে পারে সে সম্পর্কে আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের মধ্যে ব্যাখ্যা করবে।

ঘ) রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় প্রবীণদের জন্য যেসব প্রকল্প রয়েছে সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে সচেতনতামূলক কর্মসূচী হাতে নেবে।

ঙ) প্রবীণরা যাতে তাদের অধিকার সমূহ ভোগ করতে পারে এবং তার জন্য যেসব আইনী পরিষেবা তারা পাবেন সেগুলো সম্পর্কেও তাদের সচেতন করতে হবে।

চ) বিভিন্ন বৃদ্ধাবাসগুলোতে এবং বৃদ্ধদের নিয়মিত যাতায়াতের স্থানগুলোতে সচেতনতা কর্মসূচী পালন করতে হবে। একাজে অংশ গ্রহণের জন্য প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স এবং ছাত্রদের অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

ছ) এসব সচেতনতা কর্মসূচীগুলো পালনের সময় জেলা কর্তৃপক্ষ এবং তালুকা কমিটিগুলো সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য বিভাগকে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করার জন্য সহযোগিতা করবে। স্বাস্থ্য শিবিরে প্রবীণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষু ইত্যাদির পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

জ) এসব প্রচার কর্মসূচীর জন্য দূরদর্শন, আকাশবাণী, বেসরকারি টিভি চ্যানেল, বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন ধর্মীয় মেলায় স্টল খুলে প্রচার করতে হবে।

Scanned by CamScanner

ঝ) রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ এই প্রচার কর্মসূচীতে যাতে প্রবীণ নাগরিকগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে প্রকল্প সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করে তাও নিশ্চিত করবে।

৭.৮ প্রশিক্ষণ এবং ওরিয়েন্টশন কর্মসূচী :

রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ তালিকাভূক্ত আইনজীবী এবং প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সদের প্রবীণ নাগরিকদের কিভাবে সহায়তা করবে, তাদের সমস্যাগুলো সহৃদয়তার সাথে অনুধাবন করবে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবে। এ সম্পর্কিত তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীগুলো আয়োজিত হবে। সরকারি আধিকারিক, পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ অন্যান্য অংশীদারগণের ও প্রশিক্ষণ এবং মানোন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭.৯ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন :

সব আইনসেবা প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর ১লা অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হিসাবে পালন করবে। ঐদিনে এ সংক্রান্ত সচেতনতা কর্মসূচী উদ্‌যাপন করবে।

Scanned by CamScanner